অঙ্গসংগঠন ও ছাত্র রাজনীতি নিয়ে ভাবা প্রয়োজন

১৩ মে ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ১৩ মে ২০১৯ ০৯:২৮

ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন হয়েছিল এক বছর আগে। তখন অনেক ভাবনাচিন্তার পর খোদ প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করেন। কথা ছিল, অল্প সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সহযোগিতায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে।

কিন্তু বারবার সময় নির্ধারণ ও প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও গত এক বছরে এই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। বরং এর মধ্যে সভাপতি ও সম্পাদকের মধ্যে দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গত পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান আয়োজনকে ঘিরে এ দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নেয়। বর্তমানে শোনা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী লন্ডন থেকে ফেরার পর পরই যে কোনো দিন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হবে। তবে ইতোমধ্যে ৬৪ জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক অজস্র কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে আছে।

আমরা লক্ষ করছি, দেশের অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল বা তাদের সহযোগী সংগঠনের মধ্যে একদিকে স্থবিরতা বিরাজ করছে ও অন্যদিকে উপদলীয় কোন্দল থেকে অস্থিরতা চলছে। সেই সঙ্গে সাংগঠনিক কাজকর্মে গঠনতন্ত্রের প্রতি মর্যাদাবোধের প্রকাশ পায় না। এর মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। সর্বশেষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার নিয়োগকে কেন্দ্র করে কয়েক দফা উপাচার্যকে ঘেরাও করে রাখার ঘটনা ঘটেছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্রলীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব সংঘাতে রূপ নিয়েছে। এখনো টেন্ডারবাজি, এলাকা দখল ও চাঁদাবাজি, অস্ত্রের মহড়া, নারী নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধে এ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি, সেতুমন্ত্রী ও দলের সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নেতা বারবার হুঁশিয়ারি ও নির্দেশনা দিয়েও পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারেননি। সত্যি বলতে, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ছাত্রলীগ বর্তমানে আওয়ামী লীগের জন্য এক বোঝায় পরিণত হচ্ছে। এসব দেখে অনেক দিন ধরেই দেশের নাগরিক সমাজ থেকে ছাত্ররাজনীতি সম্পূর্ণ বা সাময়িক বন্ধ করার প্রস্তাব এসেছে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালে তিনিও কয়েক দফা এ প্রস্তাব আলোচনায় এনেছিলেন। বর্তমান প্রযুক্তিভিত্তিক বিশ্বে সাম্প্রতিক উন্নয়নের জোয়ারের মধ্যে রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন থাকার আর প্রয়োজন নেই। ছাত্র সংগঠনও হতে হবে রাজনৈতিক দলের লেজুড়মুক্ত, সম্ভব হলে নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক। কেন্দ্রীয় সংগঠন ও তাদের বিশাল শাখা-প্রশাখা নিয়ে যে সাংগঠনিক বহর, তা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালনা করা আর সম্ভব নয়। ফলে নতুন যুগে পরিবর্তনের হাওয়ার মধ্যে রাজনীতি এবং ছাত্র সংগঠন নিয়েও নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।